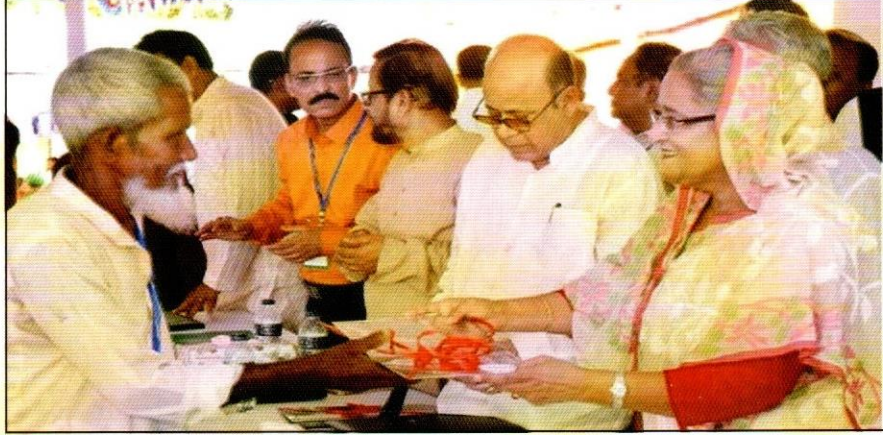


৫.২.২ আর্থিক খাত :

আর্থিক খাতে স্বল্পমূল্যে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি, ওএমএস, এলইআই (চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য) এবং ভর্তুকি মূল্যে সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, বিজিবি, আনসার, জেলখানা, ক্যাডেট কলেজে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ খাতে ৬.৭৮ লাখ মে.টন চাল এবং ৩.৩৭ লাখ মে.টন গম বিতরণ করা হয়েছে।

ক) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি :

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে গ্রামে বসবাসরত ৫০ লাখ হতদরিদ্র পরিবারকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং বছরে কর্মাভাবকালীন ৫ মাস অর্থাৎ সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর এবং মার্চ ও এপ্রিল মাসে প্রত্যেকেরি ১০/- টাকা মূল্যে প্রতিমাসে ৩০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হয়। এ কর্মসূচিতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২.৯৮ লাখ মেঃ টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।



আলোকচিত্র-১ঃ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি

খ) খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস) :

খাদ্যশস্যের বাজার দরে উর্দ্ধগতি রোধ এবং দরিদ্র ও নিম্নআয়ভুক্ত মানুষের কষ্ট লাঘবের লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ওএমএস কর্মসূচিতে চাল ও আটা বিতরণ করা হয়। এ কর্মসূচিতে মূলত দরিদ্র ও নিম্নআয়ভুক্ত শ্রেণির মানুষ সাশ্রয়ী মূল্যে খাদ্য সহায়তা লাভ করেন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বিভিন্ন সময়ে ঢাকা মহানগর, শ্রমঘন জেলা, অন্যান্য বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা সদরে ও হাওর এলাকায় চাল বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ কার্যক্রমে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১,৫৮,০৮৮ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

ময়দা মিলে গম ভাঙ্গিয়ে ওএমএস ডিলারের মাধ্যমে খোলাবাজারে আটা বিক্রয় খাদ্য বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা মহানগর, শ্রমঘন জেলা, অন্যান্য বিভাগীয় শহর ও জেলা শহর পর্যায়ে আটা বিক্রয় করা হয়। এ কার্যক্রমে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১.৫০ লাখ (১.৯৫ মে.টন গমের বিপরীতে) মে.টন আটা বিতরণ করা হয়েছে।



আলোকচিত্র-২ঃ ওএমএস ডিলারের মাধ্যমে খোলাবাজারে চাল ও আটা বিক্রয়

৭) এলইআই (চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য) :

জা.সংসদের আওতাভুক্ত চা-বাগানসমূহে কর্মরত গরিব ও দুঃস্থ শ্রমিকদের মাঝে বছরে ৬ মাস চাল এবং ৬ মাস গম ওএমএস দরে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়। এ কর্মসূচিতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৬,০৭৯ মে.টন চাল ও ৯,৬৬৯ মে.টন গম বিতরণ করা হয়েছে।

৫.২.৩ অ-আর্থিক খাতে বিতরণ (Non-Monetized) :

অ-আর্থিক খাতে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনিতে অন্তর্ভুক্ত ভিজিডি, ভিজিএফ, জিআর, কাবিখা, টিআর, স্কুল ফিডিং অ-আর্থিক খাত হিসেবে বিবেচিত।

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর দারিদ্র মোচনকে অন্যতম সমস্যা বিবেচনা করে নানামুখী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। দেশের সকল মানুষের খাদ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তামূলক নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। আয় বর্ধন, কর্মসৃজন, শ্রম বিনিয়োগ ইত্যাদি বাস্তবায়নের জন্য সরকার নানামুখী উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে বিনিয়োগ করে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ খাতে ৯.৫৬ লাখ মে.টন চাল এবং ০.৬২ লাখ মে.টন গম বিতরণ করা হয়েছে।

বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পিএফডিএস-এ খাত ভিত্তিক খাদ্যশস্য বিতরণের হিসাব নিয়ে দেখানো হলোঃ

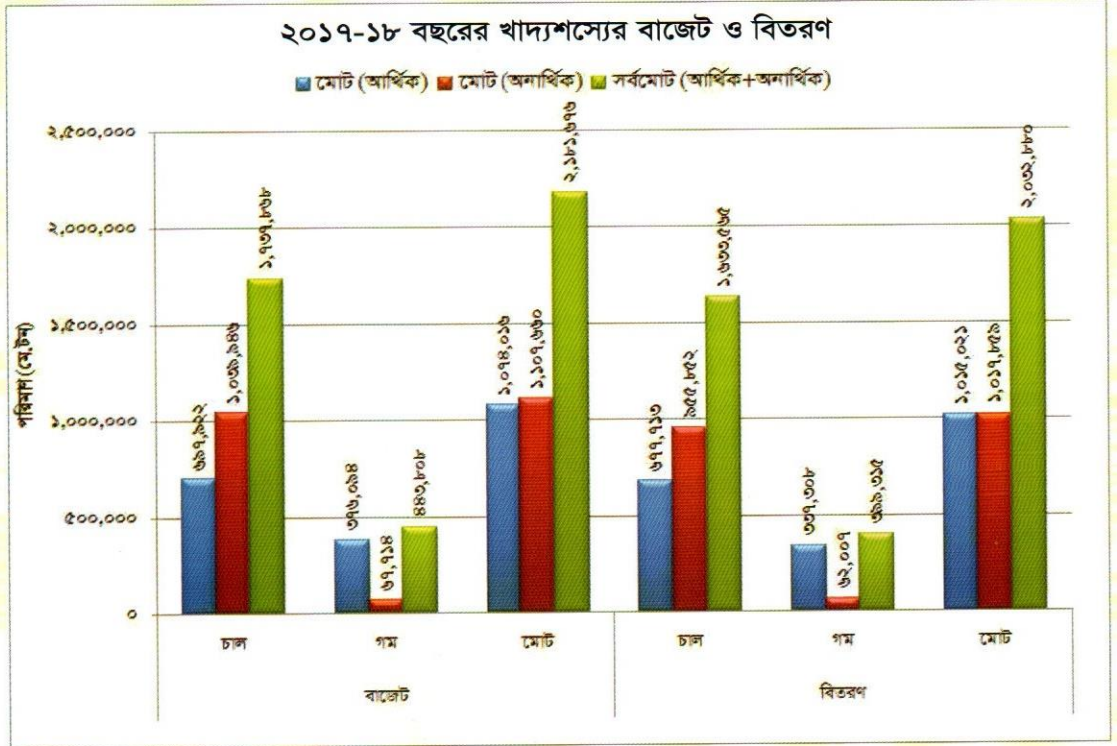
সারণী- ০৬: পিএফডিএস খাতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের খাদ্যশস্যের বাজেট ও বিলি-বিতরণ

হিসাবঃ মেঃ টনে

খাতসমূহ	প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট			২০১৭-১৮ অর্থবছর			
	চাল	গম	মোট	চাল	গম	মোট	
আর্থিক খাত	বিশেষ জরুরী (ইপি)	২,০১,৯২২	১,৩২,০৯৪	৩,৩৪,০১৬	১,৯৮,৯২৮	১,২৯,৩৮০	৩,২৮,৩০৮
	অন্যান্য জরুরী (ওপি)	২০,০০০	৯,০০০	২৯,০০০	১৬,১২৬	৩,৪৬৮	১৯,৫৯৪
	এলইআই	১১,০০০	১০,০০০	২১,০০০	৬,০৭৯	৯,৬৬৯	১৫,৭৪৯
	ওএমএস	১,৬৫,০০০	২,২৫,০০০	৩,৯০,০০০	১,৫৮,০৮৮	১,৯৪,৭৯১	৩,৫২,৮৭৯
	স্থান্যবাহক কর্মসূচি	৩,০০,০০০	০	৩,০০,০০০	২,৯৮,৪৯২	০	২,৯৮,৪৯২
উপ-মোট =	৬,৯৭,৯২২	৩,৭৬,০৯৪	১০,৭৪,০১৬	৬,৭৭,৭১৩	৩,৩৭,৩০৮	১০,১৫,০২১	
অ-আর্থিক খাত	কাবিখা (ভূমি, ত্রাণ এবং প্র.কা.)	১,৭৭,৭৪৬	২৭,২১৪	২,০৪,৯৬০	১,৭৭,৬৬০	২১,৫৩৫	১,৯৯,১৯৬
	ভিজিডি	৩,৬৭,২০০	০	৩,৬৭,২০০	৩,৫৯,৯৩০	০	৩,৫৯,৯৩০
	জিআর	১,২৫,০০০	০	১,২৫,০০০	৮৮,১৮২	১৬৭	৮৮,৩৫০
	ভিজিএফ	৩,২০,০০০	০	৩,২০,০০০	২,৮০,২০৭	০	২,৮০,২০৭
	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক (টিআর)	৫০,০০০	৩০,০০০	৮০,০০০	৪৯,৮৭১	২৯,৯৫৩	৭৯,৮২৪
	স্কুল ফিডিং (জিওবি)	০	১০,৫০০	১০,৫০০	০	১০,৩৫১	১০,৩৫১
উপ-মোট =	১০,৩৯,৯৪৬	৬৭,৭১৪	১১,০৭,৬৬০	৯,৫৫,৮৫২	৬২,০০৭	১০,১৭,৮৫৯	
মোট =	১৭,৩৭,৮৬৮	৪,৪৩,৮০৮	২১,৮১,৬৭৬	১৬,৩৩,৫৬৫	৩,৯৯,৩১৫	২০,৩২,৮৮০	

উৎসঃ সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

লেখচিত্র -১০: পিএফডিএস খাতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের খাদ্যশস্যের বাজেট ও বিলি-বিতরণ (বার গ্রাফ)



৫.২.৪. মাসভিত্তিক চাল ও আটার বাজার দর :

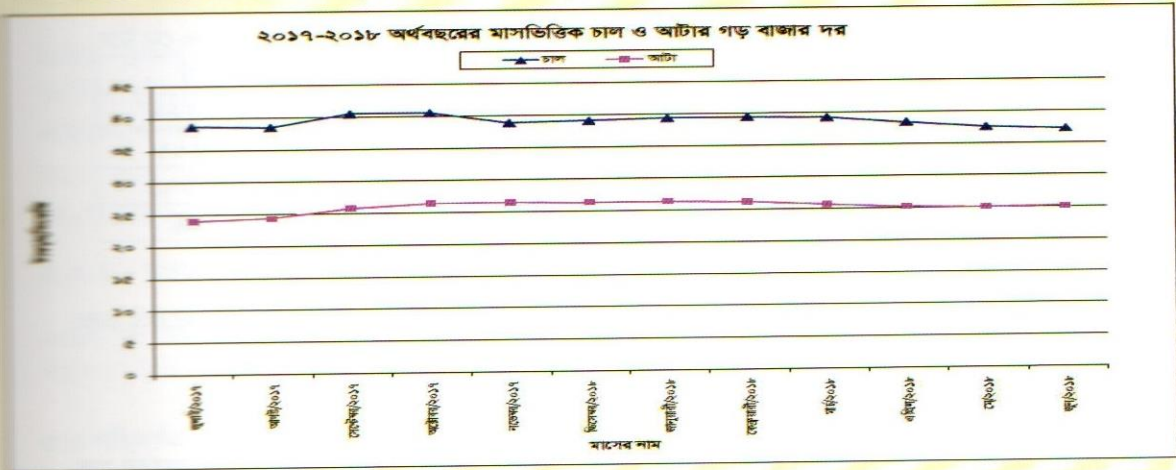
সুপারিকল্পিতভাবে ২০১৭-১৮ সনে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার (পিএফডিএস) খাতসমূহে খাদ্যশস্য বরাদ্দ, বিলি-বিতরণ এবং তদারকি ও মনিটরিং এর ফলে বাজারে খাদ্যশস্যের সরবরাহ ও বাজার মূল্য স্থিতিশীল ছিল। জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ায় সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন হয়েছে এবং ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের চাল ও আটার মাস ভিত্তিক গড় বাজার মূল্য নিম্নে দেখানো হলোঃ

সারণী ০৭ : ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মাস ভিত্তিক গড় বাজার দর

মাসের নাম	চাল	হিসাবঃ টাকা/প্রতিকেজি আটা
জুলাই/২০১৭	৩৮.৭২	২৪.০৩
আগস্ট/২০১৭	৩৮.৫৫	২৪.৩৬
সেপ্টেম্বর/২০১৭	৪০.৫৫	২৫.৮৫
অক্টোবর/২০১৭	৪০.৫৯	২৬.৫৩
নভেম্বর/২০১৭	৩৮.৮৮	২৬.৫০
ডিসেম্বর/২০১৭	৩৯.১০	২৬.৪৫
জানুয়ারী/২০১৮	৩৯.৪০	২৬.৪৩
ফেব্রুয়ারী/২০১৮	৩৯.৪৬	২৬.২৭
মার্চ/২০১৮	৩৯.২৭	২৫.৭৬
এপ্রিল/২০১৮	৩৮.৪২	২৫.২৬
মে/২০১৮	৩৭.৫৬	২৫.১৪
জুন/২০১৮	৩৭.২২	২৫.১৫

উৎসঃ সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

লেখচিত্র ১১ : ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মাস ভিত্তিক গড় বাজার দরের চিত্র



উৎস : সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

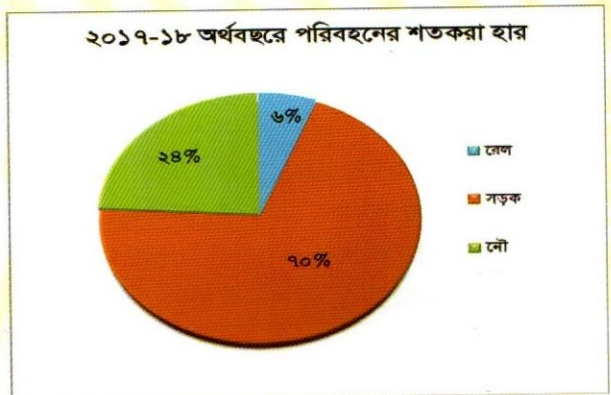
৫.৩ খাদ্যশস্য চলাচল, সংরক্ষণ ও মজুত ব্যবস্থাপনা

সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনায় খাদ্যশস্যের চলাচল ও সংরক্ষণ এর গুরুত্ব অপরিসীম। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত ও অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত খাদ্যশস্য মজুত ও চাহিদা অনুযায়ী সুপারিকল্পিতভাবে স্থানান্তর করা একটি বড় কাজ। দেশের অবকাঠামোগত উন্নতির ফলে এ কাজ আগের চেয়ে সহজ হয়েছে। সরকারি খাদ্যশস্য মজুতের জন্য দেশে ৬৩৫টি এলএসডি, ১২টি সিএসডি, ৬টি সাইলো ও ১টি মাল্টিস্টোরেড প্রারম্ভিত হয়েছে। এ সব খাদ্য সংরক্ষণাগারের কার্যকরী ধারণক্ষমতা বর্তমানে ২১ লাখ মেঃ টন এর অধিক।

৫.৩.১ খাদ্যশস্য পরিবহণ :

লেখচিত্র ১২: সরকারীভাবে খাদ্যশস্য পরিবহনের শতকরা হার।

খাদ্যশস্য আন্তঃবিভাগীয় পরিবহনের জন্য সড়কপথে CRIC, নৌপথে PMC/ DBCC এবং রেল পথে জেলায় পরিবহন ঠিকাদার; বিভাগের মধ্যে পরিবহনের জন্য সড়কপথে DRTC এবং জেলার অভ্যন্তরে পরিবহনের জন্য সড়কপথে IRTC ও নৌপথে IBCC ঠিকাদার নিযুক্ত আছে। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এসব ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। সড়কপথ, রেলপথ ও নৌপথে সরকারি খাদ্যশস্য পরিবহনের নিমিত্ত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে নিয়োজিত ঠিকাদার এবং কেন্দ্রীয়ভাবে খাদ্যশস্য পরিবহনের পরিমাণ ও হার সারণী-০৮-এ প্রদর্শন করা হলো :



সারণী ০৮ : ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পরিবহণ ঠিকাদারের বিবরণ

পর্যায়	মাধ্যম	সংখ্যা
কেন্দ্রীয়	সি আর টি সি	৬১৭
	মেজরক্যারিয়ার/ডি বি সি সি	১৭৩
	রেল	৩
বিভাগীয়	রেল	৩
	ডি আর টি সি	৯৫৮
জেলা	আই আর টি সি	জেলার প্রয়োজনমত
	আই বি সি সি	জেলার প্রয়োজনমত

সূত্র : চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

সারণী-০৯ : ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয়ভাবে খাদ্যশস্য পরিবহনের পরিমাণ

হিসাব: মে: টনে

পণ্য	রেল	সড়ক	নৌ	মোট
চাল	৪৬৫৭৩	৭৫৩৭২৮	২১৩২৬৭	১০১৩৫৬৮
গম	৩৮৫৭৮	৩২২৬৫৫	১৬১০৭৫	৫২২৩০৮
মোট	৮৫১৫১	১০৭৬৩৮৩	৩৭৪৩৪২	১৫৩৫৮৭৬
পরিবহনের শতকর হার	৬%	৭০%	২৪%	১০০%

সূত্র : চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে খাদ্যশস্য হ্যান্ডলিং ও পরিবহণে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং পরিবহণ কার্যক্রম সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

৫.৩.২ খাদ্যশস্য মজুত :

০১ জুলাই ২০১৭ তারিখে খাদ্যশস্যের মজুত ছিল সর্বমোট ১,৬৯,৪৫৯.১০৫ মেঃ টন। অন্যান্য বছরের মত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খাদ্য গুদামসমূহে খাদ্যশস্যের (চাল এবং গম) অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ ও আমদানির মাধ্যমে মজুত একটি যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সর্বোচ্চ খাদ্যশস্য মজুত ছিল ১৪.৮৫ লাখ মেট্রিক টন (ফেব্রুয়ারী ২০১৮) যার মধ্যে চাল ১১.১১ লাখ মেট্রিক টন এবং গম ৩.৭৪ লাখ মেট্রিক টন এবং সর্বনিম্ন মজুত ছিল ৩.০৪ লাখ মেট্রিক টন (জুলাই ২০১৭) যার মধ্যে চাল ১.৩৫ লাখ মেট্রিক টন এবং গম ১.৬৯ লাখ মেট্রিক টন।

সারণী-১০ : মাসওয়ারী খাদ্যশস্যের মজুত (২০১৭-১৮)

মাস	চাল	গম	মোট
জুলাই/২০১৭	১,৩৫,৪৪৭	১,৬৯,৪৫৯	৩,০৪,৯০৬
আগষ্ট/২০১৭	২,২৬,১৬৪	১,৪৯,৯৮৯	৩,৭৬,১৫৩
সেপ্টেম্বর/২০১৭	৩,১৭,৬৮৭	১,১৯,৮৫৩	৪,৩৭,৫৪০
অক্টোবর/২০১৭	৩,৪৬,৮৮২	১,০৭,৩২৪	৪,৫৪,২০৬
নভেম্বর/২০১৭	৪,০৮,৫৩৮	১,২৫,৫২৬	৫,৩৪,০৬৪
ডিসেম্বর/২০১৭	৩,৫৯,০৭০	২,২০,৭১৯	৫,৭৯,৭৮৯
জানুয়ারী/২০১৮	৫,০৭,৫৪৯	৩,০৭,৪৪৯	৮,১৪,৯৯৮
ফেব্রুয়ারী/২০১৮	৮,৪৮,৭০৪	৩,৫৮,৭৭৭	১২,০৭,৪৮১
মার্চ/২০১৮	১১,১০,৯৯১	৩,৭৪,২৯৯	১৪,৮৫,২৯০
এপ্রিল/২০১৮	৯,৬৫,২৬১	৩,৬৮,২২৬	১৩,৩৩,৪৮৭
মে/২০১৮	৭,৮৪,৫৩৬	৩,২৫,২২১	১১,০৯,৭৫৭
জুন/২০১৮	৯,৫২,৬০৬	২,৬৬,০৩৯	১২,১৮,৬৪৫

সূত্র : এমআইএসএন্ডএম বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

৫.৩.৩ গুদাম ভাড়া প্রদান :

বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার চাহিদার প্রেক্ষিতে গুদাম ভাড়া নীতিমালা অনুসরণ পূর্বক ২০১৭-১৮ অর্থবছরে WFP, CARE, TCB, Action Contre La Faim (ACF) ও প্রত্যাশা বাংলাদেশ সহ ৫ (পাঁচ) টি প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট ১৩,০০০ (তের হাজার) মে. টন ধারণ ক্ষমতার ১৭ (সতেরো)টি খাদ্য গুদাম ভাড়া দেওয়া হয়। এতে করে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে খাদ্য অধিদপ্তরধীন অব্যবহৃত গুদাম ভাড়া বাবদ সর্বমোট ৭২,৭৮,৭৮২.৩০ (বাহাত্তর লক্ষ আটাত্তর হাজার সাতশত বিরাশি টাকা ত্রিশ পয়সা) টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

৫.৩.৪ যন্ত্রাংশ ক্রয় :

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে নারায়ণগঞ্জ সাইলোর সাব-স্টেশনের জন্য ১৬,৯৭,৫০০/- (ষোল লক্ষ সাতানব্বই হাজার পাঁচশত) টাকা ব্যয়ে ১টি ১১ কেভি এইচ টি সুইচ গিয়ার ক্রয় করা হয়েছে।

৫.৪ পরিদর্শন ও কারিগরী সহায়তা কার্যক্রমঃ

খাদ্য অধিদপ্তরধীন সারাদেশের জরাজীর্ণ ও অব্যবহৃত খাদ্য গুদাম সমূহ মেরামত করে প্রতি বছর গুদামের কার্যকর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়া নতুন স্থাপনা নির্মাণের আওতায় অফিস ভবন, সীমানা প্রাচীর, টীল টিউবওয়েল স্থাপনসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ এবং নতুন নির্মাণ কাজের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ-

৫.৪.১ নতুন নির্মাণ কাজঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ কর্তৃক নতুন নির্মাণের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১৩.৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৬টি নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। এসব কাজের মধ্যে খাদ্য ভবনের প্রধান ফটক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অফিস ভবন, অন্যান্য অফিস ভবন, স্টাফ কোয়ার্টার, দারোয়ান কোয়ার্টার, আরসিসি রাস্তা, সীমানা প্রাচীর, কাঁটাতারের বেড়া এবং পাবলিক টয়লেট নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অর্থ বছর শেষে ১৩টি কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৫.৪.২ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর হতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৩৪.৭৭৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭১টি কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে প্রায় ৭০ হাজার মেটন ধারণক্ষমতার গুদাম ব্যবহার উপযোগী হবে। মেরামত ও সংরক্ষণ কাজের মধ্যে এলএসডি, সিএসডি, সাইলো অফিস ভবন, আবাসিক ভবন, সীমানা প্রাচীর ও অন্যান্য স্থাপনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জুন/২০১৮ পর্যন্ত ৮টি কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৫.৪.৩ ই-জিপি কার্যক্রমঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ই-জিপি পদ্ধতির মাধ্যমে সর্বমোট ৩২টি নতুন স্থাপনা নির্মাণ ও মেরামত কাজের দরপত্র আহ্বান করা হয়। তন্মধ্যে ১৩টি কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৫.৪.৪ খাদ্যশস্য পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণঃ

খাদ্যশস্যের গুণগত মান যাচাই ও নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারে ২৮৮টি এবং আঞ্চলিক পরীক্ষাগারসমূহে ৫৬২টি সহ সর্বমোট ৮৫০টি খাদ্যশস্যের নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

৫.৪.৫ নতুন লিফট ক্রয়ঃ

খাদ্য ভবনের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য ০১ (এক) টি প্যাসেঞ্জার লিফট সরবরাহ ও স্থাপন কাজের জন্য দরদাতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গত ০৬/০২/২০১৮ খ্রি: তারিখে খাদ্য অধিদপ্তরের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে লিফট স্থাপনের যন্ত্রপাতি ও মালামাল সাইটে সরবরাহ করা হয়েছে এবং নতুন লিফট স্থাপন কাজ চলমান আছে।

৫.৪.৬ ময়েশচার মিটার ক্রয়ঃ

খাদ্য শস্যের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য ৪০০ টি ময়েশচার মিটার ক্রয়ের লক্ষ্যে ১৩/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ১৬৬ নং স্মারকে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সরবরাহ আদেশ প্রদান করা হয়। সে মোতাবেক মালামাল তেজগাঁও সিএসডিতে সরবরাহ করা হয়েছে।

৫.৪.৭ কীটনাশক ক্রয়ঃ

সারাদেশের খাদ্য গুদামে রক্ষিত খাদ্যশস্য কীটমুক্ত রাখার লক্ষ্যে প্রতি বছর কীটনাশক ক্রয় করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১৫ (পনের) মে.টন এ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড (ট্যাবলেট) এবং ১২,০০০ (বার হাজার) লিটার পিরিমিফস মিথাইল তরল ৫০ ইসি কীটনাশক ১.০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ক্রয় করা হয়।

৫.৪.৮ গ্যাস পুফ শীট ক্রয়ঃ

২০০ (দুই শত) টি গ্যাস পুফ শীট (GP Sheet) ক্রয়ের লক্ষ্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গত ০৬/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে খাদ্য অধিদপ্তরের চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং গত ০৬/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ৫১৭ নং স্মারকে সরবরাহ আদেশ প্রদান করা হয়।

৫.৪.৯ আনলোডার ক্রয়ঃ

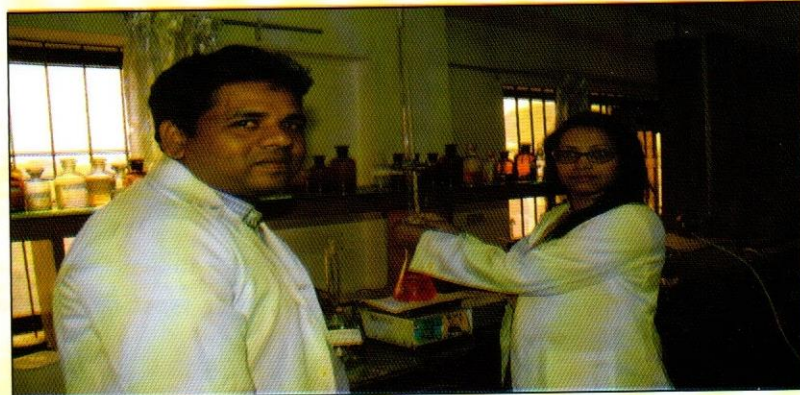
জাহাজ হতে চট্টগ্রাম সাইলোতে খাদ্যশস্য দ্রুততার সাথে খালাসকরণের লক্ষ্যে পুরাতন আনলোডারের স্থলে একটি নতুন নিউমেটিক আনলোডার প্রতিস্থাপনের জন্য বেলজিয়ামের VIGAN এর সাথে ২৯,৪১,০০০ (উনত্রিশ লাখ একচল্লিশ হাজার) ইউরো মূল্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। শীঘ্রই আনলোডারটি চট্টগ্রাম সাইলোতে সরবরাহ করা হবে।

৫.৪.১০ কাঠের ডানেজ ক্রয়ঃ

৫০০০ (পাঁচ হাজার) পিস উডেন ডানেজ ক্রয়ের লক্ষ্যে গত ৩০/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে বন শিল্প কর্পোরেশন (BFIDC) এর সঙ্গে খাদ্য অধিদপ্তরের চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং গত ০৫/১১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ১৬৫০ নং স্মারকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে মোট ১,২৮০ পিস ডানেজ সরবরাহ করা হয়েছে।

৫.৪.১১ স্কেল রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতঃ

খাদ্যশস্যের সঠিক ও জন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগের আওতায় স্কেলসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৬১.৩০ লাখ টাকা ব্যয়ে ডিজিটাল প্লাটফর্ম ও ডিজিটাল ট্রাক স্কেল রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত করা হয়।



আলোকচিত্র : ৩ খাদ্যশস্য পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ।

৬.০ উন্নয়ন

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ

দেশের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ২টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

৬.১ সারাদেশে ১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ

এ প্রকল্পের আওতায় ১০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ৪৮টি এবং ৫০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ১১৪টি গুদামসহ মোট ১৬২টি গুদাম নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৬৮টি গুদাম ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে ৮টি গুদাম হস্তান্তর করা হয়েছে। যার মোট ধারণক্ষমতা ৭,৫০০ মে.টন। জুন/২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৬০%। প্রকল্পটি আগামী ০৩ জুন, ২০১৯ সমাপ্ত হবে।



আলোকচিত্র ৪: চলমান খাদ্য গুদাম নির্মাণ কাজ।

৬.২ আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্প

বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ১৯১৯.৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের ৮টি স্থানে ৫.৩৫ লাখ ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৮টি আধুনিক গ্রেইন সাইলো নির্মাণ করা হবে। যার মেয়াদ জানুয়ারী/২০১৪ হতে ডিসেম্বর/২০২০। প্রকল্পের আওতায় আশুগঞ্জ, মধুপুর ও ময়মনসিংহ সাইটে আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় দুর্যোগপ্রবণ ১৯টি জেলার ৬৩টি উপজেলায় ৫ (পাঁচ) লাখ পারিবারিক সাইলো বিতরণ কার্যক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ০৬/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে। এ যাবৎ ২০,৫০০ টি পারিবারিক সাইলো বালকাটি জেলায় বিতরণ করা হয়েছে। জুন/২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৪০%।



আলোকচিত্র ৫: পারিবারিক সাইলো বিতরণ কার্যক্রম।

৭.০ বাজেট ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম

৭.১ বাজেট ব্যবস্থাপনা

সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (Medium Term Budget Framework, MTBF) পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। এমটিবিএফ পদ্ধতি প্রবর্তনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাজেট ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সক্ষমতা (Capacity) বৃদ্ধি করা এবং অধিকতর কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব নিয়ে সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন করা। দক্ষতার সাথে বাজেট বাস্তবায়ন এবং পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন মনিটরিং, উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করা ও প্রয়োজনমত তা সংশোধন করা এর অন্যতম প্রধান কাজ।

৭.১.১ খাদ্য অধিদপ্তরের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাজেট সার-সংক্ষেপ :

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদনাধীন ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাজেট ও ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ নিচে দেয়া হলো :

সারণী- ১১ : ব্যয় বাজেট ২০১৭-১৮

(হাজার টাকায়)

খাতের বিবরণ	২০১৭-১৮		
	মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়
খাদ্য অধিদপ্তর			
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়	৪৫৮,৯৯,৪০	৪২৫,৩৪,৭৭	৩৫৯,২৫,৩৬
খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ	১০০৬২,৪৯,৭২	১১৯৯৯,৫৬,৪৩	১০৯৪০,০১,৫৩
মোট-অনুন্নয়ন ব্যয় :	১০৫২১,৪৯,১২	১২৪২৪,৯১,২০	১১২৯৯,২৬,৮৯
উন্নয়ন ব্যয়	৪০৬,৯৫,০০	৩০০,০০,০০	২৯৬,৬২,০০
মোট -(অনুন্নয়ন + উন্নয়ন) :	১০৯২৮,৪৪,১২	১২৭২৪,৯১,২০	১১৫৯৫,৮৮,৮৯

উৎস : হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

সারণী-১২ : প্রাপ্তি বাজেট (২০১৭-১৮)

(হাজার টাকায়)

অধিদপ্তর/সংস্থা/অপারেশন ইউনিট	মূল প্রাপ্তি বাজেট ২০১৭-১৮	সংশোধিত প্রাপ্তি বাজেট ২০১৭-১৮	প্রকৃত প্রাপ্তি ২০১৭-১৮
খাদ্য অধিদপ্তর	২০,০০,০৫	২৭,৯৩,৫৫	৪৫,৮৮,৭১

উৎস : হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

৭.১.২ খাদ্য বাজেটের আওতায় খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ/বিপণন, লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

প্রতি অর্থবছরের ন্যায় প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০১৭-১৮) খাদ্য বাজেটের আওতায় সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে খাদ্যশস্য (চাল ও গম) সংগ্রহ করেছে এবং পিএফডিএস এর আওতায় তা বিতরণ করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাজেট অনুযায়ী খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণে ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জনের বিবরণ নিম্নরূপ:-

সারণী-১৩ : খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন, ২০১৭-১৮

খাতের বিবরণ	বাজেট অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন	
	পরিমাণ (লাখ মে: টনে)	মূল্য (কোটি টাকায়)	পরিমাণ (লাখ মে: টনে)	মূল্য (কোটি টাকায়)
বৈদেশিক অনুদান দ্বারা আমদানি	১.০৩ (গম-১.০০ চাল-০.০৩)	৩০৬.৬০	১.৩৭ (গম-১.১৫ চাল-০.২২)	৪০৮.৯৫
নিজস্ব সম্পদ দ্বারা আমদানি	১৫.৫০ (গম-৫.০০ চাল-১০.৫০)	৪,৯৬৮.১৮	১২.৬৭ (গম-৪.০৩ চাল-৮.৬৪)	৪,০৩৫.৪৭
অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ	১৫.৪৭ (গম-১.০০ চাল-১৪.৪৭)	৫৮৪৩.১২	১৪.০৯ (গম-০ চাল-১৪.০৯)	৫,৯১৪.৫০
পরিচালন ব্যয়	০	৮৮১.৬৭	০	৫৮১.০৯
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়	০	৪২৫.৩৫	০	৩৫৯.২৫
মোট :	৩২.০০ (গম-৭.০০ চাল-২৫.০০)	১২,৪২৪.৯২	৩০.৩৮ (গম-৫.১৮ চাল-২৫.২০)	১১,২৯৯.২৬
বিতরণ				
মোট নগদ বিক্রয় (চাল)	৬.৯৮	৮৮৪.৪৮	৬.৭৮	৮৩৪.২৭
মোট নগদ বিক্রয় (গম)	৩.৭৭	৩৭৭.৬৭	৩.৩৭	৩২০.৪৯
কাবিখা(চাল)	১.৭০	৭১৬.৬০	১.৭৮	৭৪৮.৮৮
কাবিখা(গম)	০.২৭	৭৫.৯২	০.২২	৬০.০৮
ভিজিডি/টিআর/জিআর/ইত্যাদি (চাল)	৮.৬১	৩,৬৩৪.৪৩	৭.৭৮	৩,২৮০.২৭
ভিজিডি/টিআর/জিআর/ইত্যাদি (গম)	০.৪১	১১২.৯৯	০.৪০	১১২.৯১
ভর্তুকি		২,৭২৯.০৪		২,৫৭০.৭৩
মোট :	২১.৭৪	৮,৫৩১.১৩	২০.৩৩	৭,৯২৭.৬৩

উৎস : হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

৭.২ নিরীক্ষা

সফল ও সমন্বিত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সকল সময়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক কার্যসম্পাদন করা হয়ে থাকে। সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যয়ে পরিচালিত জনগুরুত্বপূর্ণ উক্ত দপ্তরসমূহের সার্বিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃনিরীক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা মূলতঃ খাদ্য অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের মাধ্যমে একজন অতিরিক্ত পরিচালকের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, বহিঃনিরীক্ষা বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন বিভিন্ন দপ্তর যথা বাণিজ্যিক নিরীক্ষা অধিদপ্তর, সিভিল অডিট অধিদপ্তর, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর, বৈদেশিক সাহায্যপুস্ত প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর ইত্যাদি কর্তৃক সম্পন্ন হয়ে থাকে। এর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ :-

৭.২.১ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাঃ

সফল ও সমন্বিত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সকল সময়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক কার্যসম্পাদন করা হয়ে থাকে। সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত জনগুরুত্বপূর্ণ উক্ত দপ্তরসমূহের সার্বিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ একজন অতিরিক্ত পরিচালকের অধীনে সরাসরি মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন। সরকারি আইনকানুন, নীতিমালা, বিধিবিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, হিসাব রক্ষণ পদ্ধতির সঠিকতা যাচাই, পদ্ধতিগত ত্রুটি-বিদ্যুতি নিয়মিতভাবে উদ্ঘাটন ও সংশোধন, সরকারি ব্যয়ে মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা সহকারে নির্বাহ করার লক্ষ্যে সরকারি অর্থ ও খাদ্যশস্য/সামগ্রী লেনদেনের উপর সংরক্ষিত হিসাবের খতিয়ানসমূহের যথার্থতা যাচাই এবং ক্ষয়ক্ষতির তথ্য উদ্ঘাটন করাই অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের প্রধান কাজ।

৭.২.২ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের জনবল ও নিরীক্ষা দল গঠনঃ

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগে মঞ্জুরিকৃত জনবল সংখ্যা ৮৮ জন। কিন্তু বর্তমানে কর্মরত আছে ১৯ জন। এই সীমিত সংখ্যক জনবল দিয়েই খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের স্থাপনাসমূহের নিরীক্ষা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সাধারণত ১ (এক) জন সুপারিনটেনডেন্ট ও ২জন অডিটর সমন্বয়ে নিরীক্ষা দল গঠন করা হয়ে থাকে।

সারণি-১৪ : ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষা কার্যক্রমঃ

অর্থ বছর	মোট জেলার সংখ্যা	প্রেরিত নিরীক্ষা দলের সংখ্যা	নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষা সম্পাদিত জেলার সংখ্যা	নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষা সম্পাদিত সংস্থাপনার সংখ্যা	নিরীক্ষা দল কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	উত্থাপিত আপত্তিতে জড়িত টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
২০১৭-১৮	৬৪	০৮	১২	২২৩	৬৪২	৬.৫২

সারণি-১৫ : অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন।

(টাকার অংক কোটি টাকায়)

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা আপত্তি		ব্রডশিট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত নিরীক্ষা আপত্তি		অনিষ্পন্ন নিরীক্ষা আপত্তি	
সংখ্যা	টাকার পরিমাণ		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
পূর্ববর্তী বৎসরের জের (জুলাই /১৭) = ৪৪৯৫৪	১১০৮.৯৫	৩৯৪	৩৭২৫	১৪.৭৭	৪১৮৭১	১১০০.৭০
২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরের সংযোজন = ৬৪২	৬.৫২					
মোট = ৪৫৫৯৬	১১১৫.৪৭					

৭.২.৩ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা জরিপ' ২০১৭ কার্যক্রমঃ

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কাজকর্মে গতিশীলতা আনয়ন, নিরীক্ষা কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং নিরীক্ষিত রেকর্ডপত্র ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ১৯৭০-৭১ সাল হতে ২০১৬-১৭ সাল পর্যন্ত ও তৎপরবর্তী সকল নথি ও রেকর্ডপত্রাদি তালিকাভুক্তকরণ, নিরীক্ষা আপত্তির প্রকৃত সংখ্যা, নিষ্পন্ন-অনিষ্পন্ন নিরীক্ষার সংখ্যা, আপত্তির সাথে জড়িত টাকা, অবলোপন, আদায়কৃত-অনাদায়কৃত টাকার পরিমাণ চূড়ান্তভাবে নিরূপণ করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

সারণি-১৬ : অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষা কার্যক্রম/২০১৭-১৮

ক্র:নং	বিভাগের নাম	মোট আপত্তি	নিষ্পন্নকৃত আপত্তি	অনিষ্পত্তিকৃত আপত্তি
১	ঢাকা বিভাগ	২৩৩০০	৯৬২০	১৩৬৮০
২	চট্টগ্রাম বিভাগ	১৭৩২২	৯৯৫১	৭৩৭১
৩	রাজশাহী বিভাগ	১২৩১৩	৬৩৫৯	৫৯৫৪
৪	খুলনা বিভাগ	১৩১৮৪	৮২২২	৪৯৬২
৫	বরিশাল বিভাগ	৮২০২	৪৯৫৯	৩২৪৩
৬	সিলেট বিভাগ	৩৩৪০	১৭৫৭	১৫৮৩
৭	রংপুর বিভাগ	১৪৭৯১	৬৬৩০	৮১৬১
	মোট:	৯২৪৫২	৪৭৪৯৮	৪৪৯৫৪

৭.২.৪ অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার তৈরিঃ

নুস্কল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা জরিপে প্রাপ্ত তথ্যাদি তথ্যভান্ডারে সংরক্ষণ, নিরীক্ষার অন্যান্য সকল প্রকার তথ্যাদি হালনাগাদকরণ, চলমান নিরীক্ষা কার্যক্রম ডিজিটালাইজডকরণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসরলগ্নে অনাপত্তি সনদ প্রাপ্তি সহজলভ্যকরণ, ঠিকাদারদের চূড়ান্ত বিল পরিশোধে দেনা-পাওনা সমন্বয়করণ এবং সর্বোপরি যথাসময়ে নিরীক্ষা আপত্তি জবাব প্রদান ও নিষ্পত্তিকরণ ইত্যাদির লক্ষ্যে **Audit Management System Software** তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সফটওয়্যারটি খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে সংযুক্ত রয়েছে। বর্তমানে ডাটা এন্ট্রি সম্পন্নের কাজ চলছে। এ ছাড়া অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক উত্থাপিত অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ, তথ্যাদি আপলোড, রিপোর্টিং ও জবাব প্রদানের লক্ষ্যে সফটওয়্যারের ব্যবহার ও অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি হালনাগাদকরণের জন্য বিভাগ/জেলা কার্যালয় দপ্তর প্রধান, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর/অডিট কাজের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রক্রিয়া চলছে।

৭.৩ বাণিজ্যিক নিরীক্ষা

খাদ্য অধিদপ্তরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন বিভিন্ন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরই খাদ্য অধিদপ্তরের নিরীক্ষার মুখ্য দায়িত্ব পালন করে থাকে। বাণিজ্যিক অডিট ছাড়া, খাদ্য অধিদপ্তরের কার্যক্রমের উপর সীমিত পরিসরে সিভিল অডিট ও বৈদেশিক সাহায্যপুস্ত অডিট হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক অডিট কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি অনুযায়ী অর্থ আদায়, অবলোপন ইত্যাদিসহ সামগ্রিকভাবে আপত্তি নিষ্পত্তির দায়িত্ব মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগ এর অধীন অধিশাখা ও অডিট-১, অডিট-২ এবং অডিট-৩ শাখার উপর ন্যস্ত। অডিট কর্তৃক আপত্তি উত্থাপনের পর মাঠ পর্যায় হতে এর ব্রডশিট জবাব খাদ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে পৌঁছায়। আর্থিক অনিয়মের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাণিজ্যিক অডিট আপত্তিসমূহ সাধারণ, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। সাধারণ শ্রেণির আপত্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক দপ্তরের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে নিষ্পত্তি করা হয়। গুরুত্বের আর্থিক অনিয়ম হিসেবে বিবেচিত অগ্রিম শ্রেণিভুক্ত অডিট আপত্তিসমূহ মুখ্য হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা তথা মন্ত্রণালয়ের সচিবের উপর জারি হয় এবং উক্ত আপত্তিসমূহের জবাব মাঠ পর্যায় হতে এনে মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় যাচাইয়ের পর সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। অগ্রিম, খসড়া ও সংকলনভুক্ত অডিট আপত্তিসমূহ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। খাদ্য বিভাগীয় বাণিজ্যিক নিরীক্ষা তথ্যাদি সারণী-১৭ এ বিস্তারিত দেখানো হলোঃ

সারণী-১৭ : ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম

সংস্থা/ দপ্তর	নিরীক্ষার ধরন	পূর্ববর্তী বছরের জের (০১/০৭/১৭ এর প্রারম্ভিক স্থিতি)		২০১৭-১৮ বছরের নিরীক্ষার তথ্য				সমাপনী জের (৩০/০৬/১৮ এর সমাপনী স্থিতি)	
		আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
খাদ্য অধিদপ্তর	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা	১৯১৭৬	৪৭৩২.৪০	৩৩৫	৬০.৭০	৮৮০	৩৯৮.১৯	১৮৬৩১	৪৩৯৪.৯১

উৎসঃ বাণিজ্যিক হিসাব নিরীক্ষা শাখা, খাদ্য অধিদপ্তর।

৭.৩.১ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ও অডিট কার্যক্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমঃ

দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ও জমে থাকা প্রায় চল্লিশ হাজার অডিট আপত্তি খাদ্য অধিদপ্তরের জন্য একটা মস্ত বড় বোঝা তৈরী করেছিল। কিন্তু অধিদপ্তরের অডিট অনু-বিভাগের নিরলস প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে অডিট আপত্তির সংখ্যা নেমে আসে আঠার হাজারে। এই আঠার হাজার আপত্তির ভেতরে সাধারণ, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন শ্রেণিভুক্ত আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অডিট অনু-বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে।

৭.৩.২ দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তিঃ

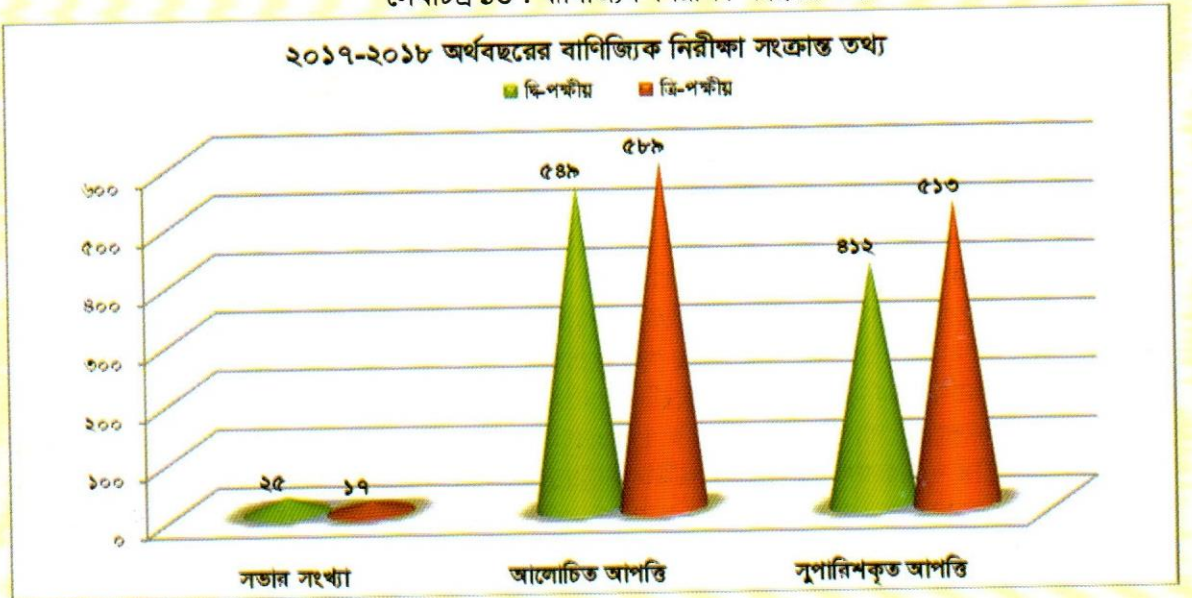
দ্বি-পক্ষীয় সভাঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন স্থাপনার বিপরীতে বর্তমানে অনিষ্পন্ন আঠার হাজার আপত্তির অধিকাংশই সাধারণ শ্রেণিভুক্ত। এধরনের আপত্তিসমূহ ব্রডশিট জবাবের মাধ্যমে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তির পাশাপাশি দ্বি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ার উপর সর্বোচ্চ জোর দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ৭টি বিভাগে ৭ জন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নেতৃত্বে নিয়মিতভাবে সভা করে সাধারণ শ্রেণির নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কাজ করছে।

ত্রি-পক্ষীয় সভাঃ

গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সংশ্লিষ্ট অগ্রিম ও খসড়া শ্রেণিভুক্ত আপত্তিসমূহ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তির পাশাপাশি ত্রি-পক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম সন্তোষজনক ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। নিম্নোক্ত লেখচিত্রে তা উপস্থাপন করা হলোঃ

লেখচিত্র ১৩ : বাণিজ্যিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য:



৮.০ আইসিটি কার্যক্রম

৮.১ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিটঃ

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের খাদ্য অধিদপ্তরের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গৃহীত/বাস্তবায়িত হয়েছে। নিচে এগুলোর বিবরণ দেয়া হলোঃ

ই-ফাইলিং সিস্টেমঃ খাদ্য অধিদপ্তরে নথি ব্যবস্থাপনায় ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরসমূহকে ই-ফাইলিং সিস্টেম চালুর জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ধান, চাল ও গম সংগ্রহ কার্যক্রমঃ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর LICT প্রকল্পের মাধ্যমে ডিলারদের নিকট হতে চাল এবং প্রকৃত কৃষকের নিকট হতে ধান ও গম সংগ্রহের অনলাইন ভিত্তিক সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে মধ্যস্বত্ত্বভোগীর দৌরাহ্ন হ্রাস পাবে। ফলে প্রকৃত কৃষক উপকৃত হবে এবং সংগ্রহ কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা আসবে।

অডিট ব্যবস্থাপনা (অভ্যন্তরীণ) ঃ খাদ্য অধিদপ্তরের জন্য অনলাইন অডিট (অভ্যন্তরীণ) ব্যবস্থাপনা সিস্টেম প্রচলিত করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের দপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সম্পন্নের পর চালু করা সম্ভব হবে।

মামলার তথ্য ব্যবস্থাপনাঃ খাদ্য অধিদপ্তরের মামলা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্য Suit Information System নামক প্রনীত সফটওয়্যারটি আরো যুগোপযোগী করা হয়েছে। মামলার তথ্যসমূহ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলো হতে নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক আধুনিক খাদ্যশস্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের Sub-Component B2 এর আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমসমূহকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সারাদেশে অনলাইন ভিত্তিক খাদ্য মজুদ ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কার্যক্রম এবং e-service ব্যবস্থার প্রবর্তনের মাধ্যমে service delivery সহজতর হবে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় খাদ্য ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করার লক্ষ্যে নিম্ন বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

- খাদ্য অধিদপ্তরের সকল কার্যালয় কম্পিউটার/ল্যাপটপ স্থাপন;
- সকল কার্যালয়ে নেটওয়ার্ক স্থাপন;
- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তোলা;
- খাদ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমসমূহকে সফটওয়্যারে রূপান্তর করা এবং দ্রুত সেবা নিশ্চিত করা;
- দ্রুততম সময়ের মধ্যে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটঃ খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dgfood.gov.bd বাংলা ও ইংরেজিতে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে হালনাগাদ করা হয়েছে। সাইট সমূহে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি বিশেষতঃ খাদ্য শস্য মজুদ সংগ্রহ বিলি-বিতরণ ইত্যাদি সন্নিবেশিত আছে এবং প্রতিদিন ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হচ্ছে।

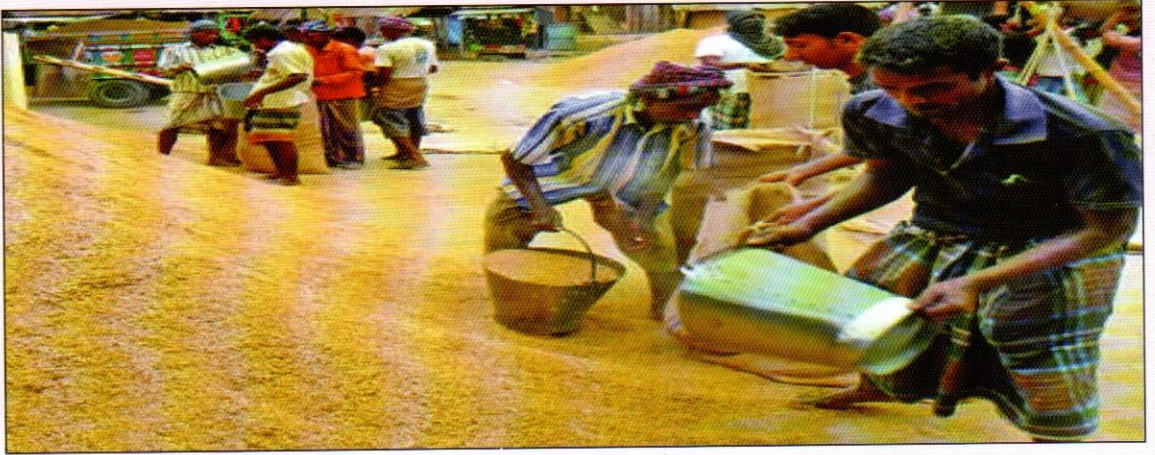
খাদ্য অধিদপ্তরের সকল ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে (অধিদপ্তরের জেলা পর্যায় পর্যন্ত) ইন্টারনেট ব্যবহারের আওতায় আনা হয়েছে। সকল কর্মকর্তার ওয়েব ভিত্তিক ই-মেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে এবং সরকারি সকল পত্রে ই-মেইল একাউন্ট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৯.০ শব্দ সংক্ষেপ (Abbreviations)

ADB	Asian Development Bank
BCIP	Bangladesh Country Investment Plan
BCS	Bangladesh Civil Service
BDHS	Bangladesh Demographic & Health Survey
BIDS	Bangladesh Institute of Development Studies
BELA	Bangladesh Environment Lawyers Association
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
BPATC	Bangladesh Public Administration Training Center
CARE	Cooperation for American Relief Everywhere
CIP	Country Investment Plan
CPTU	Central Procurement Technical Unit
CRTC	Central Road Transport Contractor
CSD	Central Storage Depot
DBCC	Divisional Boat Carrying Contractor
DoE	Department of Environment
DPM	Direct Procuring Method
DRTC	Divisional Road Transport Contractor
EOI	Expression of Interest
FAO	Food & Agriculture Organization
FAQ	Fair Average Quality
FFW	Food for Work
FIMA	Financial Institute of Management and Accounting
FOB	Free on Board
FPC	Fair Price Card
FPMC	Food Planning & Monitoring Committee
FPMU	Food Planning & Monitoring Unit
FSNIS	Food Security and Nutrition Information System
HIES	Household Income & Expenditure Survey
IBCC	Internal Boat Carrying Contractors
IDA	International Development Agency
IDTS	Inspection, Development & Technical Services
INFS	Institute of Nutrition & Food Science

IRTC	Internal Road Transport Contractor
IDCF	Japan Debt Cancellation Fund
LIT	Leveraging ICT
LSD	Local Supply Depot
MBF	Ministry Budgetary Framework
MISEM	Management Information System & Monitoring
MU	Memorandum of Understanding
MTBF	Mid-Term Budgetary Framework
NAPD	National Academy of Planning and Development
NESS	National E-service System
NFP	National Food Policy
NFPCSP	National Food Policy Capacity Strengthening Program
NEPPOA	National Food Policy Plan of Action
NOA	Notification of Award
OMS	Open Market Sale
PDS	Public Food Distribution System
PMS	Personal Management Information System
PAC	Private Major Carrier
RPATC	Regional Public Administration Training Centre
SRW	Soft Red Wheat
SSN	Social Safety Net Program
TCB	Trading Corporation of Bangladesh
TR	Test Relief
VGD	Vulnerable Group Development
VGF	Vulnerable Group Feeding
WFP	World Food Program

এক নজরে খাদ্য বিভাগের কার্যক্রম (২০১৭-১৮)



চিত্র-১: ধান সংগ্রহ কার্যক্রম।



চিত্র-২: বোরো চাল সংগ্রহ কার্যক্রম।



চিত্র-৩: আমন চাল সংগ্রহ কার্যক্রম।

এক নজরে খাদ্য বিভাগের কার্যক্রম (২০১৭-১৮)



চিত্র-৪: ওএমএস কার্যক্রম।



চিত্র-৫: হতদরিদ্রের জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি কার্যক্রম।

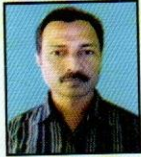




চিত্র-৬: উন্নয়ন মেলা কার্যক্রম

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ

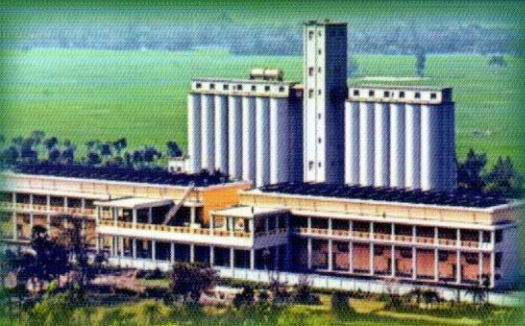
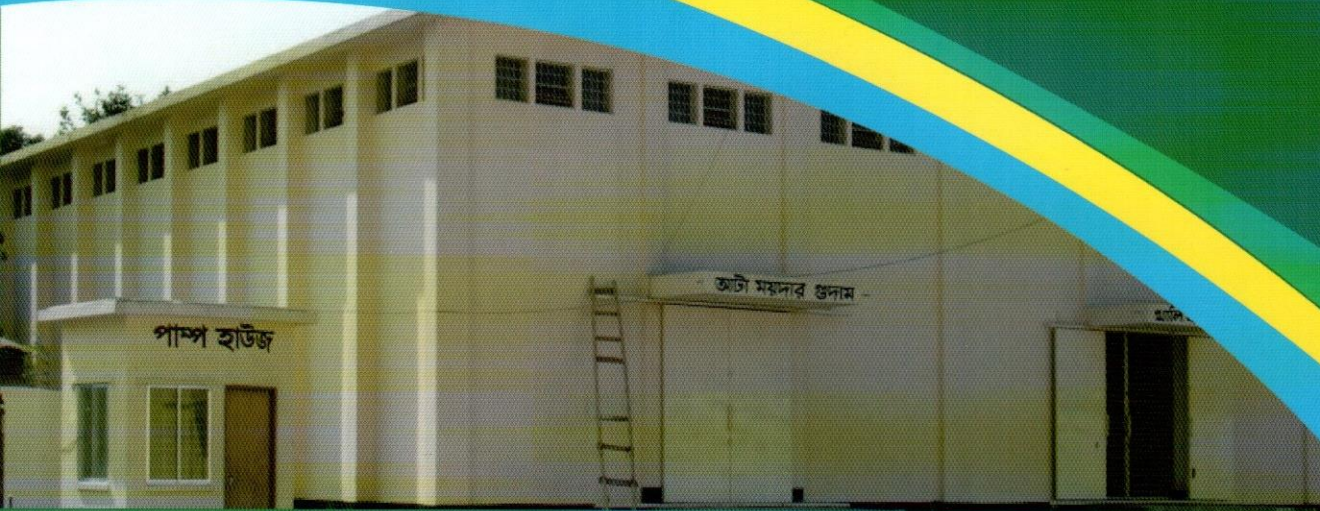
১।	জনাব মোঃ মাহমুদ হাসান, অতিরিক্ত পরিচালক প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	- আহ্বায়ক	
২।	জনাব মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, অতিরিক্ত পরিচালক (সংরক্ষণ ও সাইলো) চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	- সদস্য	
৩।	জনাব মাহমুদা আক্তার মৌসুমী সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	- সদস্য	
৪।	জনাব মোঃ সাহিদার রহমান সহকারী উপ-পরিচালক, হিসাব ও অর্থ বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	- সদস্য	
৫।	জনাব এইচ এম নজরুল ইসলাম, সহকারী উপ-পরিচালক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	- সদস্য	
৬।	জনাব মোঃ আবদুল হাই, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	- সদস্য	
৭।	জনাব মঞ্জুর আলম, সিস্টেম এনালিস্ট কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	- সদস্য সচিব	

-ঃ সহযোগিতায় ঃ-

১।	জনাব মোঃ মোর্শেদ আলম, খাদ্য পরিদর্শক সংযুক্তিঃ সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	কম্পিউটার মূদ্রণে	
২।	জনাব শংকর চন্দ্র রায়, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, তদন্ত ও মামলা শাখা, প্রশাসন বিভাগ, সংযুক্তিঃ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	কম্পিউটার মূদ্রণে	
৩।	জনাব রতন কুমার ব্যানার্জী, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, সরবরাহ বন্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	প্রচ্ছদ অলংকরণে	

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৭-২০১৮



খাদ্য অধিদপ্তর
খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০
www.dgfood.gov.bd

